R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMAN
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ৯ই আগষ্ট, ১৯৮৯ সাল। | মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

৫৪ লক্ষ টাকার স্পার তিন মাসেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৯ জুলাই মুর্শিদাবাদের আখেরীগঞ্জে ভাঙ্গন বিপর্যয় তদন্তে গিয়ে দু'জন ইঞ্জিনিয়ার সহ জেলাশাসক বিক্ষুব্ধ মানুষের হাতে নিগৃহীত হন বলে খবর। তিনটি সরকারী গাড়ীও ভাঙ্গচুর হয়। জেলা শাসক দেবাদিত্য চক্রবর্ত্তী অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে বিক্ষুব্ধদের মোকাবিলা করায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটেনি। খবরে প্রকাশ, মাত্র ৩/৪ মাস আগে ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রঘুনাথগঞ্জ এ্যান্টিইরোসন বিভাগের তত্ত্বাবধানে আখেরীগঞ্জে গঙ্গার স্পারটি নির্মিত হয়। কিন্তু বর্ষার ঢল নামার সাথে সাথে উক্ত স্পারটি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে প্রায় ১০২টি পরিবার সম্পূর্ণ গৃহহীন হয়। সাড়ে তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বিধ্বস্ত ভাঙ্গনে ৭ হাজার মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ক্ষুব্ধ হাজার খানেক মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে তদন্তকারী অফিসারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, যে সমস্ত ঠিকাদারকে ঐ কাজের ভার দেওয়া হয় তাঁরা ঠিকমত কাজ করেননি, মেটিরিয়ালসে গাফিলতি ছিল এবং সেই সব ত্রুটি জেনেশুনেও তত্ত্বাবধায়ক রঘুনাথগঞ্জ এ্যান্টিইরোসন বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কোন ব্যবস্থা নেওয়া দূরের কথা, রহস্যজনকভাবে নিশ্চুপ ছিলেন। আমাদের পত্রিকার তরফ থেকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কার্যকলাপে ছোট ছোট ঠিকাদাররা ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, বর্তমানে তাঁদেরকে কোন পাত্তা না দিয়ে বড় ও মাঝারি ঠিকাদার মারফৎ কাজ করানো হচ্ছে। কারো কারো অভিযোগ, বর্তমান এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমালাকার ছোট ছোট ঠিকাদারদের উপযুক্ত কেডেনসিয়াল ও গুড পেমেন্ট সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও তাঁদের টেণ্ডার পেপার দিচ্ছেন না। এমন কি পেপার দিলেও বিবিধ অসুবিধা সৃষ্টি করা (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুরবোর্ডের বৈধতা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরবোর্ড ১৯৮৭-এর আগষ্টে সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। গত ১ আগষ্ট '৮৭ সরকারী এক আদেশে প্রথম পর্যায়ে বোর্ড কমিশনারদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বোর্ড বাতিল করা হয়। অপর পর্যায়ে মহকুমা শাসককে ১ আগষ্ট ১৯৮৮ পর্যন্ত জঙ্গিপুর পুরবোর্ডের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিযুক্ত করা হয়। তৎকালীন মহকুমা শাসক রিনচেন টেম্পো এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কার্যভার গ্রহণও করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনারদের তরফে আটজন অধিগ্রহণের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মহামান্য হাইকোর্টে আবেদন করলে মহামান্য হাইকোর্ট এক রুল জারী করে অধিগ্রহণ থেকে সরকারকে বিরত থাকতে ও তৎকালীন চেয়ারম্যান পরমেশ পাণ্ডেকে হাইকোর্টের রায় না জারী হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার আদেশ দেন। এই ব্যবস্থা এতদিন চলে আসছিল। কিন্তু গত ২ আগষ্ট পিটিশনার কমিশনাররা উক্ত চ্যালেঞ্জ মামলা আর চালাতে চান না বলে জানিয়ে হাইকোর্টকে মামলা তুলে নেবার অনুমতি চাইলে তা মঞ্জুর হয়। হাইকোর্ট সেই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত চ্যালেঞ্জ মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় স্থগিতাদেশ বাতিল হল বলে গণ্য করার আদেশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আইনবিদদের মতে যে মুহূর্তে অধিগ্রহণ আদেশ সংক্রান্ত স্থগিতাদেশ বাতিল করা হলো, সেই মুহূর্ত থেকেই গত ১-৮-৮৭ তারিখের ব্যবস্থা অনুযায়ী কমিশনারদের অধিকার, পদ এবং পুরপতির ক্ষমতাও বাতিল হয়ে গেল। এক সাক্ষাৎকারে পুরপতি জানান, যেহেতু এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিযুক্তির (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাম সেন সেতুর আলো নিভে যাচ্ছে !

রঘুনাথগঞ্জ : কয়েক বছর আগে মহাসমারোহে খড়খড়ি নদীর উপর রাম সেন সেতু উদ্বোধন করে মন্ত্রী, এম এল এ-দের আগমনে আমলা-তন্ত্রী তৎপরতায় ব্রিজের উপর বিদ্যুতের আলো জ্বেলে দেওয়া হয়, বিদ্যুৎ বিলের টাকা মেটানোর দায়িত্ব কার এ সবের কিছু ঠিক না করেই। প্রথম দফায় পুরসভার পরিচালকবৃন্দ এগিয়ে আসেন মুসকিল আসানের ভূমিকায়, শোধ করেন দু'দুবারের বিদ্যুৎ বিল। কিন্তু খড়খড়ি ব্রিজ এলাকা যার এক্তিয়ারে সেই জরুর গ্রাম পঞ্চায়েত সাফসুফ বলে দেন ব্রিজের আলো দিতে তাঁরা বলেননি এবং পয়সা দিবার সামর্থ্যও তাঁদের নেই। ফল হলো এখন দশ বারশো টাকা বিদ্যুৎ বিভাগের পাওনা। তা না দিচ্ছে পুরসভা, না দিচ্ছে জরুর গ্রাম পঞ্চায়েত। রাস্তার মালিকানা পি ডব্লু ডির (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ ঘাটতি ও কর বৃদ্ধিই মূল্যবৃদ্ধির কারণ

ধুলিয়ান : গত ২৯ জুলাই স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে আব্দুর রসিদ প্রতিটি ব্যবসায়ীকে সংগঠনে যোগ দেওয়ার ও ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার ডাক দেন। সংগঠিত হয়ে সরকারের বিভিন্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারলে ব্যবসায়ীরা বেঁচে থাকতে সক্ষম হবেন না বলে জানান। সরকারের লাইসেন্সিং নীতি ও ক্রমাগত কর বৃদ্ধির ফলে কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও ধুলিয়ান অঞ্চলে নতুন কোন শিল্প গড়ে উঠেনি, উপরন্তু পুরাতন শিল্প যাঁতি ও কাগজ তৈরী (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৬ সাল

স্বপ্নো নু মায়া নু

কবিগুরু বলিয়াছিলেনঃ 'নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,/ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত'। সংশ্লিষ্ট কবিতায় কবি দেশবাসী সম্বন্ধে যাহা কামনা করিয়াছিলেন, তিনি আজ থাকিলে দেখিতেন, সে সবই 'স্বপ্নো নু মায়া নু'। উল্লেখিত কবিতার তৎকৃত ইংরাজী তর্জমার শেষ পংক্তিঃ ইনটু দ্যাট্ হেভেন্ অব্ ফ্রীডম্ মাই ফাদার্, লেট্ মাই কানট্রি অ্যাওয়েক্'। ইহারই সূত্র ধরিয়া আজ দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার দেশ সত্যই স্বাধীনতার অন্য এক স্বর্গলোক হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার কাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোক নয়।

একটি কথা ত সকলেরই জানা যে, স্বর্গলোক চিরানন্দময় স্থান বলিয়া কল্পিত। সেখানে আনন্দৈব কেবলম্। কাজকর্মে, চিন্তা-ভাবনায় প্রভৃতিতে 'চিরমধুনিষ্যন্দ'। এই দেশও তাই বিচিত্র কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আনন্দে মশগুল।

কিন্তু সেই সব কাজ তথা চিন্তা যে জনকল্যাণ-মূলক তাহা নয়, জনগণের কষ্টোৎপাদক! তাহাতে বা কি? এই ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ যাঁহাদের, তাঁহারা ত আনন্দ পাইতেছেন এবং নির্দ্বিধায় ও নির্বাধভাবে তাহা চালাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা কত স্বাধীন! দুষ্টলোকে 'সমাজবিরোধী' বলে। সমাজের সর্বস্তরের কিছু কিছু মানুষই যখন এই সমস্ত ক্ষতিকারক কর্মে লিপ্ত, তখন আর বলিবার কি থাকে? ঘুষ লওয়া এবং ঘুষ দেওয়া অব্যাহত; বিদ্যালয় গৃহের আসবাব, দরজা-জানালা, চেয়ার-বেঞ্চ প্রভৃতি খোয়া যাওয়া, রাস্তাঘাট, সেতু, সরকারী অথবা বেসরকারী ভবন নির্মাণে উপকরণাদি অন্যের অজ্ঞাতে অপসারান্তে নিজ ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অপরের স্বার্থপূরণ; ঔষধ, খাদ্য প্রভৃতিতে বিচিত্র ভেজাল দিয়া এবং বাজারে ফাটকাবাজি চালাইয়া অধিক মুনাফা লুণ্ঠন, মতাদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া রাজনীতির বিচিত্র ভেক ধারণ এবং ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার জন্য দফায় দফায় দলমত পরিবর্তন, জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তির বিনাশসাধন, কীট-পতঙ্গের মত নির্বিচারে নরহত্যার যজ্ঞায়োজন, একদা দেশ বিভাগের অশুভ উদ্বোধনের পর চারি দশকে দিকে দিকে দেশের নানা অংশে বিচ্ছিন্নতাসাধনের প্রবৃত্তির উজ্জীবন, অন্যায়ের দাপটে ন্যায়ের নির্বাসন ও তজ্জন্য প্রতিকারাক্ষম প্রশাসন এবং সর্ববিধ অশান্তির দুর্নিবার জাগরণ—সমাজবিরোধিতার আখ্যাপ্রাপ্ত হয় না। দেহের সর্বাংশে পচন ধরিলে ত সুস্থ কোন অংশ পাওয়া যায় না। সুতরাং ডাক-ঘরের ডাকবাক্সে বিষ্ঠালেপন করা হউক, অথবা বিদ্যালয় গৃহাদির দরজা-জানালা আসবাব চুরি যাক, অথবা মানুষ অপহরণ, হত্যা প্রভৃতি চলুক, অথবা বহুবিধস্থানের দাবী উঠুক, কিংবা আর কিছু হউক 'এ আমার, এ তোমার পাপ'। তাই হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। 'হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে/ আছে সে ভাগ্যে লিখা'। চলিতেছে এবং চলিবেও। এই 'দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান/ জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ' ভাবনায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আপোষী স্বাধীনতা লাভে মশগুল হইয়া একদিন শাসনযন্ত্র স্বহস্তে লওয়া হইয়াছিল। স্বাধীনতার এহেন পরিণাম স্বাধীন দেশের নাগরিকের এহেন মনোবৃত্তি দূর অতীতের সাধের স্বপ্নকে স্বপ্নতেই পর্যবসিত করিয়াছে।

পিস্তলসহ ছাত্র গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুরঃ গত ২৪ জুলাই কুলগাছি গরুর হাটের সন্নিকটে এক স্কুলে ৪ জন ছাত্রকে স্থানীয় জনসাধারণ তাড়া করে। প্রকাশ, ঐ চারজন ছাত্র অপর কয়েকজন ছাত্রকে প্রচণ্ড মারধোর করে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে স্কুল ছেড়ে দিতে আদেশ দেন। ছাত্ররা টি সি নিতে ওইদিন স্কুলে এলে প্রহৃত ছাত্রদের অভিভাবকরা তাদের মারধর করার উদ্দেশ্যে তাড়া করলে ছাত্ররা গরুর হাটে আশ্রয় নেয়। ছাত্র ৪ জনের নাম হুমায়ন, মেহেরুল্লা, সাইদুর হক ও আবদুর রাকিব। এরা গরুর হাটে আশ্রয় নিলেও জনতা তাদের উপর চড়াও হলে জনৈক ব্যবসায়ী ছাত্রদের রক্ষা করতে পিস্তল বার করেন। এই সময় উক্ত ছাত্ররা আবার স্কুলে ফিরে আসে। তাদের দেখেই অপর ছাত্ররা চিৎকার করে বলতে থাকে রেকিবের কাছে পিস্তল আছে। শিক্ষকরা ঐ কথা শুনে রেকিবকে আটক করেন ও তার কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করেন। থানায় খবর দেওয়া হলে ওসি পুলিশসহ স্কুলে আসেন ও জিজ্ঞাসাবাদ করে রেকিব ও তার এক সহপাঠীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন। সেখানে রেকিব স্বীকার করে তাকে অপর ছাত্ররা মারতে পারে জেনে সে ওই পিস্তলটি টাকা দিয়ে কেনে। সে পিস্তল বিক্রেতার নামও পুলিশকে বলে। পুলিশী তদন্ত চলছে।

এন টি পি সির পাশেই বিদ্যুৎহীন গ্রাম!

নবারুণ পয়েন্টঃ জাতীয় তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে ফরাক্কা থানা এলাকায়। অথচ তারই ২০০ গজের মধ্যে অবস্থিত আন্ধুয়া গ্রামে এখনও বিদ্যুতের কোন চিহ্ন নেই।

গণ অধিকার রক্ষা কমিটির উদ্যোগে কনভেনশন

ধুলিয়ানঃ গত ২৫ জুলাই স্থানীয় গান্ধী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমসেরগঞ্জ—ফরাক্কা গণ অধিকার রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এক গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ, বন্যার হাত থেকে এতদঞ্চলের অধিবাসীদের রক্ষা প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এই কনভেনশনে সাতপার্টি জোটের নেতারা ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। সভায় সাম্প্রতিক গণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষকদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সাসপেণ্ড করায় নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হয়। এবং এই প্রস্তাবের কপি জেলা স্কুল বোর্ড, মুখ্য-মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও স্কুল পরিদর্শককে পাঠানর সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। এছাড়া ধুলিয়ানে কলেজ স্থাপন, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য টি বি হাসপাতাল নির্মাণ, রেল ষ্টেশনের উন্নতি প্রভৃতি প্রস্তাবগুলিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন ঠিক করে প্রয়োজন হলে বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে তাঁরা ধুলিয়ান বন্ধ ঘোষণা করবেন। সম্মেলনে স্থানীয় পৌরকর্মীদের পক্ষে মাকিজুদ্দিন আহমদ, শিক্ষকদের তরফে আফজাল হোসেন, এম সি পি আই নেতা পরিচয় দাসগুপ্ত, জননেতা ইউসুফ হোসেন, প্রাক্তন এম এল এ জেরাত আলি, শ্রমিকনেতা সুজিত মুন্সি, বি জে পি নেতা ষষ্ঠীচরণ ঘোষ প্রমুখ জোরালো বক্তব্য ও সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাম গোষ্ঠবালা প্রাইমারী স্কুল

আহিরণঃ ফতুল্লাপুর গ্রামের বহু পুরোনো প্রাইমারী স্কুল গোষ্ঠবালা প্রাইমারী। এক-কালের স্কুল গৃহটির ঘরগুলির কোন চিহ্ন নেই। ছাত্রসংখ্যা প্রচুর, শিক্ষক তিনজন; কিন্তু স্কুল চলছে জনৈক গ্রামবাসীর বারান্দায়। বহু লেখালেখি করা সত্ত্বেও সরকারী অনুদান পাওয়া যায়নি। আশে পাশে অনেক স্কুলের ঘর সরকারী অনুদানে নির্মিত হলেও এই স্কুল গৃহটির ক্ষেত্রে অনুদানের ছিটেফোঁটাও মেলেনি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই স্কুলের নামে বরাদ্দ অর্থ নাকি সরকারী আমলাদেরকে বশে এনে অন্য স্কুলের ঘর নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবী—এ সব বিষয়ে অনুসন্ধান করা হোক। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া জহর যোজনার টাকা থেকে এই স্কুলের প্রয়োজনীয় গৃহ নির্মাণ করা হোক।

পানীয় জল যে গ্রামের সঙ্কট

ফরাক্কাঃ স্থানীয় ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাইডাঙ্গা গ্রামে পানীয় জলের সঙ্কট ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে। এই গ্রামের কোথাও কোন নলকূপ পর্যন্ত নেই বলে খবর।

ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল

(১ম পাতার পর)

হচ্ছে নানান কারণ দেখিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের পার্ট পেমেন্ট করার যে রীতি আছে তা মানা হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে একই কাজ করে কোন ঠিকাদার ফার্ষ্ট সেকেণ্ড এমন কি থার্ড পার্ট পেমেন্ট পেয়েছেন, অথচ অনেক ছোট ঠিকাদারকে সেকেণ্ড পেমেন্টের জন্য দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। ফলে স্বল্প পুঁজির ঠিকাদারদের নাভিশ্বাস উঠছে। জনৈক ঠিকাদার আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—মাঝে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ দেখতে এসে চীফ ইঞ্জিনিয়ার বোল্ডারের সাইজ ঠিকমত হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন। এবং ফাইন্যাল পেমেন্টের সময় সেইমত কিছু টাকা কেটে নিতে মৌখিক নির্দ্দেশ দিয়ে যান। সেই অজুহাত দেখিয়ে এ্যান্টিইরোসন বিভাগ পার্ট পেমেন্টের ক্ষেত্রে টালবাহানা করছেন। সাবডিভিসন থ্রি র অধীনে অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান, নয়নসুখ, ব্রহ্মণীগ্রামে ভাঙনরোধের কাজ চলছে। ঐ ডিভিসনের এস ডি ও, এম আই খাঁন যথারীতি ঠিকাদারদের পার্ট বিল পেমেন্ট দেবার ব্যবস্থা করতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়েও দেন। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ারের উক্ত নির্দ্দেশের অজুহাত দেখিয়ে নির্মল শেঠি, পেন্টাগণ কনষ্ট্রাকসান কোং প্রভৃতির সেকেণ্ড আর এ বিলে অবজেকসন দিয়ে তা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস থেকে ফেরৎ দেওয়া হয়। এই বিল ফেরত দেয়াকে কেন্দ্র করে এম খাঁনের সঙ্গে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের মন কষাকষি শুরু হয়েছে বলে জানা যায়। কন্ট্রাকটারদের অভিযোগ—এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পি কে ঘোষ বা বি কে দাশগুপ্তের আমলে কিন্তু এরকম হতো না। বরং তাঁরা ছোট ছোট ঠিকাদারদের বেশী কাজ দিতেন এবং অধিক রাত পর্যন্ত অফিস খুলে রেখে তাদের পার্ট পেমেন্ট দেবার ব্যবস্থা করতেন। ফলে কাজ ভাল হতো। এখন স্থানীয় ঠিকাদার ছাড়া কাজ দেওয়া হবে না ধুয়া তুলে মালদহের ঠিকাদারদের পর্যন্ত কাজ দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু জানা যায় কলকাতার উষা সরকার নামে জনৈক ঠিকাদারকে প্রচুর টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, শ্রীমালাকারের প্রীতি আদায়ে দক্ষ ঠিকাদার রঘুনাথগঞ্জের ধীরেন সরকার, অলোক সাহা এবং কলকাতার উষা সরকার গঙ্গা ভাঙনের সিংহভাগ কাজ পাচ্ছেন। বর্ত্তমানে আখেরীগঞ্জের ভাঙন রোধের ইমারজেনট্ কাজের দায়িত্ব এঁরাই পেয়েছেন। এঁরাই আবার জঙ্গিপুর মহকুমা কনট্রাকটর এ্যাসোসিয়েশন তৈরী করে সুকৌশলে দু'জনে অর্থাৎ শ্রীসরকার ও সাহা যুগ্ম-সম্পাদক হয়ে বসে আছেন। ছোট ছোট ঠিকাদারদের আরও অভিযোগ, এ্যাসোসিয়েশন করেও নেমিচাঁদ জৈন, উষা সরকার, ধীরেন সরকার, অলোক সাহা, সাতকড়ি দাস নিজ নামে বা বেনামে শ্রীমালাকারের সৌজন্যে ভাঙনের সিংহভাগ কাজ আদায় করেছেন। ফলশ্রুতি কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি হচ্ছে না, মেটিরিয়্যালস ঠিকমত ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা চেক করার ক্ষেত্রে গাফিলতি চলছে পুরোদমে এবং কাজ এমনই হচ্ছে যা জলের তোড়ের সামান্য আঘাতেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে। অন্যদিকে দেখা যায় ফরাক্কা ব্যারেজের তত্ত্বাবধানে মিঠিপুর, খেজুরতলা, সেকেন্দ্রা প্রভৃতি স্থানের ভাঙন প্রতিরোধের কাজগুলি প্রায় একসাথে হওয়া সত্ত্বেও অটুট রয়েছে। অথচ সেচমন্ত্রী ভাঙনরোধের কাজে ফরাক্কা ব্যারেজের সমালোচনায় সব সময়ই মুখর হয়ে র'য়েছেন। গঙ্গা পারের ক্ষুব্ধ মানুষের দাবী—এসবের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা হোক।

বিড়ি শ্রমিকদের কনভেনশন

ধুলিয়ান : গত ২১ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের (রেজি নং ১৫৬৪৬) সভায় বিড়ি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের সরকার নির্দ্ধারিত মজুরী ২২.০৫ টাকা, বোনাস ৮.৩৩, প্যাকার'দের কন্ট্রাক্টরী প্রথা বাতিল ও তৎ পরিবর্তে মাসিক বেতনে কর্ম্মচারী হিসেবে গণ্য করা এবং তন্দুরভাটী, খাঁচা সেলাই প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কর্ম্মচারীদের বেতন ৯০০ টাকা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত দাবী সনদের কপি ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন এবং সরকারী পর্যায়ে গত ২৪ জুলাই পাঠানো হবে বলে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তরুণ সেন আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে জানান। তিনি আরও বলেন, জঙ্গীপুর মহকুমায় সব থেকে বেশী বিড়ি উৎপাদন হয়। মহকুমার প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই বিড়ি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। বিড়ি মালিকরা বিভিন্নভাবে এই শ্রমিকদের শোষণ করে। বিড়ি শ্রমিকদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। অনতিবিলম্বে সাজুর মোড় ও ধুলিয়ান তারাপুরে প্রস্তাবিত টি বি হাসপাতাল নির্মাণের দাবী করা হয়। দাবীগুলি কার্যকরী না হলে শ্রমিকেরা ব্যাপক আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন বলে জানান।

পথের পাশের দোকানে ট্যাক্সির ধাক্কা

ফরাক্কা : গত ২৪ জুলাই রাত্রি ১০টা নাগাদ একটি ট্যাক্সি (ডব্লু এম জে-১৩৩৭) স্থানীয় বাজারের কৃষি হালদারের দোকানে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কেউ হতাহত হননি। ট্যাক্সি চালানো শিখতে গিয়ে এই বিপত্তি বলে জানা যায়।

বহরমপুর পৌরসভা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

ধুলিয়ান : গত ৪ আগষ্ট অগণতান্ত্রিক ও বেআইনীভাবে বহরমপুর পৌরসভা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতিবাদে সমসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল স্থানীয় শহর পরিক্রমা করে। বিভিন্ন মোড়ে বক্তারা সি পি এমের তীব্র সমালোচনা করেন। সমসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি নুরুল খাঁন তাঁর ভাষণে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করে তরুণ ও যুব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সি পি আই (এম) শাসিত সরকারের অবসান ঘটাবার আবেদন জানান।

বাউল অঙ্গের গান রচনা প্রতিযোগিতা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আগামী অক্টোবর '৮৯ মাসে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে একটি বিরাট সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবের শুরুতে প্রতিটি অনুষ্ঠান স্থলে উৎসবের মূলসুর যে মানুষের ঐক্য ও মিলন তার ভিত্তিতে একটি 'গান' গাওয়া হবে। উক্ত গান রচনার জন্য এই জেলার সঙ্গীত রচয়িতা, কবি গীতিকারদের কাছ থেকে বাউল অঙ্গের একটি 'গান' রচনার জন্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হচ্ছে। গানের মূল ভিত্তি হবে জাতি, ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায়গত ঐক্য ও জাতীয় সংহতি। গানটি ৫/৬ মিনিটের মধ্যে গাওয়া যায় পরিমাণ সেইরূপ হতে হবে।

প্রতিযোগিতায় যে সকল গান পাওয়া যাবে তার মধ্য থেকে এই উদ্দেশ্যে গঠিত নির্ব্বাচক মণ্ডলী প্রথম হিসাবে একটি গানকে বেছে নেবেন। বেছে নেয়া গানের রচয়িতাকে অক্টোবর মাসে বহরমপুরে অনুষ্ঠান স্থলে ২০০.০০ টাকা পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। বেছে নেয়া গানের ব্যাপারে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে ঐ গানটি ব্যবহারের সমস্ত অধিকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপর বর্ত্তাবে।

আগ্রহী গীতিকার/কবি ও সঙ্গীত রচয়িতাদের আগামী ৭-৯-৮৯ তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তাঁদের গান পাঠাতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ।

কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ে ছাত্রপরিষদ চিন্তিত

জঙ্গিপুর ঃ ছাত্রপরিষদের সভাপতি এক সাক্ষাতকারে জানান, স্থানীয় কলেজ কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন কম্পার্টমেনটাল পাশ ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্ত্তি করা হবে না। এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ছাত্রপরিষদের সভাপতি মহকুমা শাসককে এক পত্র দিয়ে কর্তৃপক্ষের ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করার আবেদন জানান। অন্যথা তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন একথাও উক্ত চিঠিতে মহকুমা শাসককে জানিয়ে দেন।

জনমনে বিভ্রান্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদেশ ১-৮-৮৮ পর্যন্ত বহাল ছিল সেই হেতু ঐ সময়ের পর তাঁর ও কমিশনারদের ক্ষমতা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল এবং দ্বিতীয় কোন আদেশ সরকার থেকে জারী না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বোর্ড বৈধ না হওয়ার কোন কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না। কিন্তু আইনবিদদের মতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কার্যকালের সাথে কমিশনারদের ক্ষমতা চলে যাওয়ার ব্যাপারে কোন যোগসূত্র নেই। সরকারী আদেশের প্রথম পরিচ্ছেদে কমিশনারদের ক্ষমতার অবলুপ্তি আদেশ, হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী হচ্ছেই। সে কারণে বর্তমান বোর্ডের আর কোন বৈধতা রইল না। পরবর্তীতে পুরসভা পরিচালনা কে করবেন না করবেন সে সম্বন্ধে সরকারী আদেশ নতুন করে জারী করার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁদের মতে এ বোর্ড বর্তমানে বৈধ নয় এবং এঁরা হাইকোর্টের উক্ত আদেশের পর যদি কোন কাজ করেন তবে তা বৈধ হতে পারে না। তবে এর মধ্যে যদি বর্তমান বোর্ড উপযুক্ত কোন স্থগিতাদেশ আদালত থেকে আনতে পারেন সেটা স্বতন্ত্র কথা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১-৮-৮৭তে রাজ্যের পুরসচিব ২৪৬/সি-৪/মিন-৩৫/৮৬নং যে আদেশ দেন তাতে পরিষ্কার লেখা আছে পুরসভা অধিগৃহীত থাকবে এক বছর বা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত। এই চিঠিটির ব্যাখ্যা অন্য ভাবে করে বর্তমান পুরপতি জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। আইনবিদদের বক্তব্য ঐ আদেশের প্রকৃত ভাবার্থ হলো পুরসভা নির্বাচিত বোর্ড-বিহীন অবস্থায় সরকারের হাতে থাকবে অন্ততঃ পক্ষে এক বছর বা সরকার যতদিন না পুনরাদেশ দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সুপারসিডেট বডি বোর্ড চালাতে পারেন না।

মূল্য বৃদ্ধির কারণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিল্পের আর কোন অস্তিত্ব নেই। এদিকে মূল্য বৃদ্ধির চাপে জর্জরিত জনগণকে ধোঁকা দিয়ে সরকার সব দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ বিদ্যুৎ ঘাটতি ও শ্রমিক অসন্তোষের ফলে উৎপাদন হ্রাস। এর উপর ক্রমাগত কর বৃদ্ধির ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম না বাড়িয়ে ব্যবসাদারদের কোন উপায় নেই। অথচ সরকার অপপ্রচার চালিয়ে ব্যবসাদাররাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী বলে জনগণকে বোঝাতে চাইছেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকায় সরকার দিন দিন নতুন পণ্য দ্রব্যের নাম সংযোজিত করছেন এবং নিত্য নূতন নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করে ব্যবসা বাণিজ্য চালানোকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছেন এ অবস্থার বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর ব্যবসাদারকে রুখে দাঁড়াতে তিনি আহ্বান জানান।

আলো নিভে যাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হওয়ায় বিদ্যুৎ বিভাগ তাঁদের নোটিশ দেন। কিন্তু তাঁরাও সরাসরি ফেরৎ দিলেন সে নোটিশ। গত ১৮ জুলাই এস ডি ও র চেম্বারে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ব্যাপারে যে সভা হয় তাতে ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট এস ডি ওকে এই ঘটনা জানালে তিনি পি ডব্লু ডিকে বিদ্যুৎ বিল পাঠিয়ে তাঁকে জানাতে বলেন। সেই অনুযায়ী বিদ্যুতের বিল পি ডব্লু ডিকে পাঠিয়ে তার একটা কপি এস ডি ও র কাছে জমা দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ এক মাসের মধ্যে বিল পরিশোধ করার অনুরোধও জানান পি ডব্লু ডিকে। জানা যায় বিদ্যুৎ বিভাগ এক মাস অপেক্ষা করবেন, এর মধ্যে উত্তর না এলে সেতুর বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হবে।

রকেট বাসে ডাকাতির চেষ্টা

ধুলিয়ান ঃ গত ৪ আগষ্ট গভীর রাতে সামসেরগঞ্জ থানার চকশাপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি রকেট বাসে ডাকাতির চেষ্টা হয়। বাসটি কলকাতা যাচ্ছিল। বাস লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা বোমা ছুঁড়লে সামনের কাঁচ ভেঙ্গে ড্রাইভার আহত হয় এবং অনিয়ন্ত্রিত বাসটি রাস্তার নীচে খালে নেমে পড়ে। লক করে রাখায় হানাদাররা ভেতরে ঢুকতে পারে না। জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে জনৈকা মহিলা যাত্রীর গলার হার ও কানের দুল ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনায় পুলিশ চকশাপুর ও রঘুনন্দনপুর গ্রাম থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?

বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

টাইটান কোয়ার্টজ টাটার অবদান

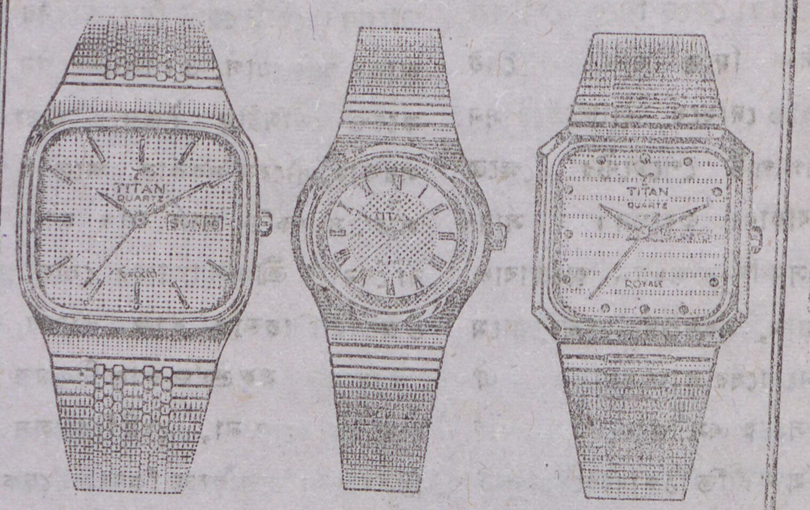

আর্ন্তজাতিক কোয়ার্টজ ঘড়ি-র অনুপম সম্ভার

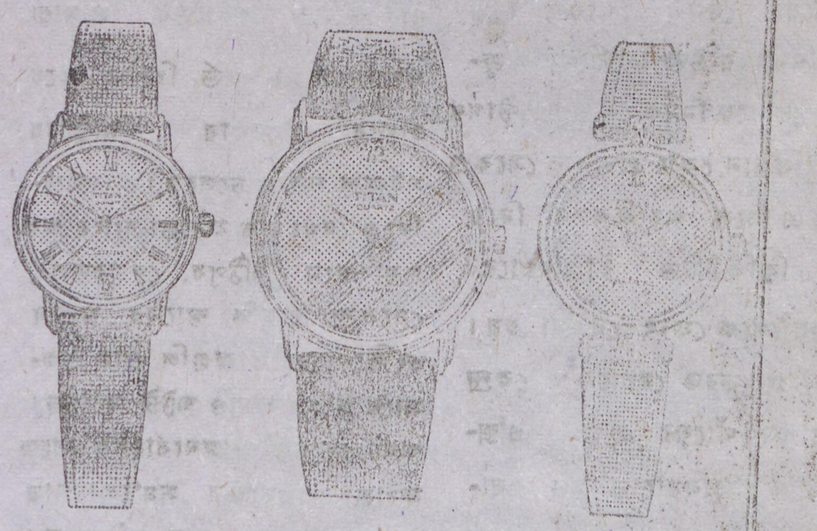

২ বছরের গ্যারান্টী সহ,

মূল্য ৩৯৭ টাকা থেকে ১৮১৭ টাকা

অনুমোদিত ডিলার :-

সাহা ওয়াচ কোম্পানী

ফুলতলা মোড়, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত